Avj Kv‡q`v Kv‡bKkb, Rw½ †Uwbs, iMKvUv, nZ¨v, Pv`vewR, wb‡qvM...

RvgvqvZ-wkwe‡ii GK”Q I ivRZ PÆMvg wekwe`¨vjq

রিপোর্ট : **সুমি খান** *চট্টগ্রাম থেকে*

সমন্বয়হীনতা, বিধিবহির্ভূত নিয়োগ, সর্বক্ষেত্রে জামায়াতের তৎপরতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতের সশস্ত্র অবস্থানে শঙ্কিত ছাত্র, শিক্ষক। বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির হাটহাজারীর লোক হিসেবে সহযোগী ভূমিকায় রয়েছেন। এতোদিন সহযোগী অবস্থানে ছিল বিএনপির ছাত্র নেতৃত্ব। নোমান-মীর নাছির সমর্থক ছাত্রদল নেতা-কর্মী সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করেছে ২৮ এপ্রিল এবং ১ মে '০৪ প্রগতিশীল ছাত্রজোটের মিছিলে। রড, চাপাতি দিয়ে এ বর্বর আক্রমণে আহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন চ.বি শাখার সাধারণ সম্পাদিকা সেলিনা আখতার সুমি, নন্দিতা, মন্টি, কামরুল, ছাত্রফ্রন্ট নেতা তমাল, মঞ্জু, রনিসহ অনেকে। এ আক্রমণের জন্যে সিএনজিতে করে রড সাপ্লাই দিয়েছেন সাংবাদিকতা বিভাগে সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিবির ক্যাডার শহীদুল ইসলাম। আবার আক্রান্তদের পাশেও দাঁড়িয়েছেন দলীয় কায়দায় যাতে বিভ্রান্ত হয়নি ছাত্র শিক্ষক কেউই। সাম্প্রতিক সময়ে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছে ছাত্রদল।

বিধিবহির্ভূতভাবে মেয়াদোত্তীর্ণ সিলেকশন কমিটির মাধ্যমে চবি প্রশাসন জামায়াতী যোগ্যতার ভিত্তিতে ঢালাও নিয়োগ অব্যাহত রেখেছেন। অতিরিক্ত ৫৫০ কর্মচারীর পাশাপাশি চলছে নিয়োগদান। যাদের একমাত্র যোগ্যতা তারা জামায়াতের সিলেকশান। দলীয় স্বার্থোদ্ধারে একনিষ্ঠ থাকবেন ক্যাম্পাসে। বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত ৫৭ শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। গত ৩৫ বছরে ৬৫০ জন শিক্ষক নিয়োগ পেয়েছেন। এর মধ্যে গত দেড় বছরে ১৫০ জন বিধিবহির্ভূত নিয়োগ পেয়েছেন। আদালতের শরণাপন্ন হয়েছেন শিক্ষকবৃন্দ। বিধিবহির্ভূত এ নিয়োগে বেড়েছে ব্যয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের বরাদ্দ হয়নি এ নিয়োগের বিপরীতে। বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ড হয়েছে শূন্য। ১ বছর ধরে সকল পারিতোষিক বিল বন্ধ। অসুস্থতায় চিকিৎসা ভাতা অথবা রিম্যুনারেশন কিছুই পাচ্ছেন না শিক্ষকরা। পাচ্ছেন না প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। যার শতকরা ১০০ ভাগ ন্যায্য পাওনা। এ ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছে সামান্য ঝাড়ুদার পর্যন্ত। সম্প্রতি এক ঝাড়ুদারের মায়ের চোখ অপারেশনের জন্যেও প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রাপ্য টাকা থেকে দেয়া হয়নি- ফান্ড শূন্য। শিক্ষকদের সহযোগিতায় পরে ৫ হাজার টাকা জোগাড় করে দেয়া হয়।

৬৫ বছর বয়সে অবসর নিয়েছেন ড. এমএম শরফুদ্দীন আহমদ। ইসলামী শিক্ষা বিভাগের এ শিক্ষক ৬ মাস ঘুরেছেন তার প্রাপ্য অর্থের জন্যে। ভিসি নুরুদ্দিন চৌধুরী জানিয়ে দিলেন এ টাকা দেয়া হবে না। শিক্ষক সমিতি থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিশীল শিক্ষকরা এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে গেলে ক্ষিপ্ত হয়েছেন ভিসি। তিনি বলেছেন, 'পারলে মামলা করেন।' এ ক্ষেত্রে প্রো-ভিসি ড. মুহম্মদ

শামসুদ্দীনও বলেছেন 'প্রাপ্য টাকা দেবেন না কেন?' ভিসি আবারো অবসরপ্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক ড. এমএম শরফুদ্দীনকে বলেছেন 'আপনি পাবেন না কিছুই।' সিন্ডিকেটে সম্প্রতি প্রগতিশীল ক'জন শিক্ষক নির্বাচিত হন। তাদের সহায়তায় এ মাসে প্রাপ্য অর্থ পেয়েছেন এ শিক্ষক।

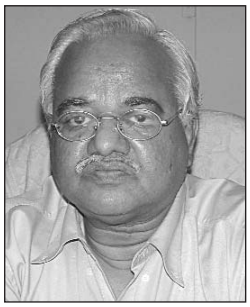

ভিসি নুরুদ্দিন চৌধুরী জানিয়ে দিলেন এ টাকা দেয়া হবে না। শিক্ষক সমিতি থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রগতিশীল শিক্ষকরা এ ব্যাপারে সুপারিশ করতে গেলে ক্ষিপ্ত হয়েছেন ভিসি। তিনি বলেছেন, 'পারলে মামলা করেন।' এ ক্ষেত্রে প্রো-ভিসি ড. মুহম্মদ শামসুদ্দীনও বলেছেন 'প্রাপ্য টাকা দেবেন না কেন?' ভিসি আবারো অবসরপ্রাপ্ত বয়োবৃদ্ধ শিক্ষক ড. এমএম শরফুদ্দীনকে বলেছেন 'আপনি পাবেন না কিছুই'

এমন উদাহরণে শঙ্কিত শিক্ষক সমাজ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। অস্তিত্বের লড়াইয়ে তারা ছুটছেন হাইকোর্ট পর্যন্ত। বিখ্যাত আইনজীবী ড. শাহদীন মালিকের সহায়তায় অধ্যাপিকা হামিদা বানু রীট পিটিশন করেছেন। ড. মইনুল ইসলাম আদালতের রীট পিটিশনে স্থগিত করেছেন বিধিবহির্ভূত ঢালাও নিয়োগ। বাণিজ্য অনুষদে ৩ জন দারোয়ান নিয়োগ দান হয়- যার কিছুই জানেন না ডীন ড. মঞ্জুর মোর্শেদ। তিনি এ অপ্রয়োজনীয় নিয়োগের বিরুদ্ধে বিনয়ের সঙ্গে চিঠি দেন, 'আমি তো দারোয়ান চাই নি।' অনুলিপি পাঠানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে। মঞ্জুরি কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয়। ড. মঞ্জুর মোর্শেদ ৪ বছর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্যের দায়িত্ব পালন করে ২০০৩ সালে ফিরে এসেছেন বাণিজ্য অনুষদের ডীন পদে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ ভিসি নূরুদ্দিন চৌধুরীর এলাকা হাটহাজারী থানার মাদার্শা ইউনিয়নের। অনেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় না বলে বলছেন 'মাদার্শা বিশ্ববিদ্যালয়।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের অস্ত্র প্রশিক্ষণের কেন্দ্র

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের উত্তরাঞ্চলের আবাসিক এলাকার দক্ষিণে রয়েছে খেলার মাঠ। এই খেলার মাঠের পশ্চিমের পাহাড়ে চলে শিবিরের অস্ত্র প্রশিক্ষণ।

চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় সামরিক প্রশিক্ষণের গুলির শব্দের সঙ্গে স্থানীয়রা পরিচিত। শিবিরের অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিয়মিত চললেও স্থানীয় জনগণের বোঝার উপায় নেই সামরিক বাহিনীর অস্ত্রের মহড়া, নাকি নিরীহ প্রাণবিনাশী অন্ধকারের শক্তি শিবির ক্যাডারদের অস্ত্রের মহড়া। স্থানীয়দের বিভ্রান্ত করার এ বিশাল সুযোগ কাজে লাগিয়ে শিবিরের অস্ত্র প্রশিক্ষণের নিয়মিত মহড়ায় অংশ নেয় তাদের ক্যাডার বাহিনী। এই পাহাড়ি পথ এবং জনবসতিহীন বিশাল এই পাহাড়ের পাশ থেকে ২০ কি. মি. পথ পেরোলেই কুমিরা। এ পথে সরাসরি পৌঁছানো যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। বেশ কিছু পাহাড় কেটে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ইসলামী রাষ্ট্রসমূহের অনুদানে জামায়াতের বিশাল এ আস্তানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

মেরিন সায়েন্স ইন্সটিটিউটের পাশের পাহাড় ঘেঁষে সরু রাস্তা। এ সরু রাস্তা ধরে প্রায় ১৮ কি.মি. পথ পাড়ি দিলেই কুমিরা। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে যাবার এ পথ পীচঢালা করে স্থায়ী রাস্তা করার দীর্ঘ দিনের সুদূরপ্রসারি নীলনকশা বাস্তবায়নের পথ নিশ্চিত করছে জামায়াত নেতৃত্ব।

মেরিন সায়েন্সের পশ্চিমের পাহাড়ের ঘেরায় চলে শিবির ক্যাডারদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র দু'টি নিরাপদতম এলাকা। রাতের অন্ধকারে গগনভেদী গুলির শব্দে বিভ্রান্ত স্থানীয়রা কারা নিচ্ছে এই ট্রেনিং? পুলিশ এবং র‍্যাব যখন সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে শিবির ক্যাডারদের বিভিন্ন আস্তানায় হানা দেয় তারা তখন বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার এ নিরাপদ পাহাড়ে প্রশিক্ষণে ব্যস্ত। নিশ্চিন্ত অবস্থান তাদের প্রশাসনের নিরাপত্তায় বিরাট আশ্রয়।

৬টি হল শিবিরের নিরাপদ আস্তানা

* শাহ আমানত হল * সোহ্‌রাওয়ার্দী হল * আলাওল হল * শাহজালাল হল * শহীদ আব্দুর রব হল * এফ রহমান হল

এ ৬টি হলের মধ্যে বহিরাগত শিবির ক্যাডারদের রাত্রিযাপনের নিরাপদতম আশ্রয়স্থল আলাওল হল এবং এফ রহমান হল। এ হলগুলোতে পুলিশ অথবা র‍্যাব আসার আশঙ্কা নেই শিবির ক্যাডারদের। যদি রেইড দেবার সিদ্ধান্ত হয় খোদ প্রশাসন জানিয়ে দেবে।

কেন্দ্রীয় মসজিদ : এ মসজিদে শিবিরের নিয়মিত বৈঠক হয়। যতো গুরুত্বপূর্ণ অভিযান যা প্রগতিশীল তৎপরতা রুদ্ধ করবে, সবকিছু এই মসজিদ থেকে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে ইমাম হিসেবে আশির দশক থেকে আছেন মওলানা ছিদ্দিকউল্লাহ। চট্টগ্রাম মহানগরী জামে মসজিদের খতিব পদে নিয়োগ পাওয়ার পরও জামায়াতের কেন্দ্রীয় নির্দেশনায় আবার এ মসজিদে ফিরে এসেছেন তিনি। শিবিরের যেকোনো অপারেশনে যাওয়ার আগে কন্ট্রোল রুম হিসেবে ব্যবহার হয়েছে এ মসজিদ।

উত্তর ক্যাম্পাস : 'সৌখিন' কলোনির বাসিন্দা তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের স্ত্রীরা জামায়াতের মহিলা শাখার কাজে সহযোগিতা করে। এ কলোনির ভেতরে অনেক সময় গোপন তৎপরতা চালায় জামায়াত।

সায়েন্স ফ্যাকাল্টি : সায়েন্স ফ্যাকাল্টির আশপাশে দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকায় শিবিরের তৎপরতা রয়েছে বেশি।

পশ্চিম কলোনি : খেলার মাঠের পশ্চিম কলোনিতেও রয়েছে এদের তৎপরতা।

শিবিরের আয়ের উৎস

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেই শিবিরের আর্থিক আয়ের অনেক উৎস

অনাবাসিক ছাত্র হলে উঠতে হলে শিবিরকে যে চাঁদা দিতে হয়-

মুসলিম ছাত্র - ৫০০ টাকা
অমুসলিম ছাত্র - ১০০০ টাকা
প্রতিমাসে 'বায়তুল মাল'
আবাসিক মুসলিম ছাত্র ১০ টাকা
অমুসলিম ছাত্র ৫০-১০০ টাকা
(কৌশলে যা আদায় সম্ভব)
অনাবাসিক ছাত্র মুসলিম - ৫০ টাকা
অমুসলিম- (৬০-১০০) টাকা
(কৌশলে যা আদায় সম্ভব)

ক্যাম্পাসে ছোটখাটো সবজিবিক্রেতা, পান দোকানদারসহ অন্যরা

প্রতিমাসে ১০ টাকা থেকে ৫০ টাকা চাঁদা বাধ্যতামূলক

বিশেষ উপলক্ষ : প্যারেড ময়দানে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর ওয়াজ মাহফিল, কেন্দ্রীয় সাথী, সদস্য প্রার্থী এবং সদস্য সম্মেলন উপলক্ষে জনপ্রতি ১০০ টাকা হতে ১০০০ টাকা বাধ্যতামূলক ধার্য করে আদায় করা হয় হত্যার হুমকি দিয়ে হলেও।

সাম্প্রতিক বন্যা : সাম্প্রতিক বন্যার সময় বন্যার্তদের সাহায্যার্থে চাঁদার নামে ব্যাপক চাঁদাবাজি হয় গত আগস্টে। সাংগঠনিকভাবে বলে দেয়া হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে হলে নির্ধারিত টাকা দিতেই হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিবির কর্মী বলেন, কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছিল বন্যার্তদের ত্রাণ সাহায্যের নামে ১ লাখ টাকা চাঁদা তোলার। এবার ৫৫ হাজার টাকা চাঁদা ওঠে বলে জানায় এ কর্মী।

জোবরা গ্রাম : বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তরে

হাটহাজারীর জোবরা গ্রাম জামায়াত-শিবিরের শক্ত ঘাঁটি। এখানে গরিব কৃষকদের মাঝে সাংগঠনিক শক্তি জোরদার করতে ঢেউটিন, রিকশা, গরু বিলি করা হয়। এ গ্রামের পাশেই মাদ্রাসা, যেখানে শিবিরের নিরাপদ আশ্রয়। এ বিশাল এলাকা শিবিরের শক্ত ঘাঁটি।

ফটিকছড়ি : হাটহাজারী থেকে ফটিকছড়ির দুর্গম পাহাড়ি এলাকা শিবির ক্যাডারদের অবাধ ক্ষেত্র। বিশ্ববিদ্যালয়, হাটহাজারী এলাকার সন্ত্রাস বিস্তৃত হয়েছে ফটিকছড়ি পর্যন্ত। এখানকার শীর্ষ সন্ত্রাসী ভাগিনা রমজান থেকে ইয়াকুব পর্যন্ত প্রত্যেকে অংশ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরীহ ছাত্রছাত্রীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায়। আবার নিরাপদে ফিরে গেছে তাদের এলাকায়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতের উত্থান

জানা যায়, '৮১-তে প্রফেসর এম এ আজিজ খান উপাচার্যের দায়িত্ব নেয়ার পর থেকে সবচেয়ে সুযোগপ্রাপ্ত সংগঠন ছিল জামায়াত-শিবির। সৎ লোক হিসেবে খ্যাত অধ্যাপক আজিজ খান 'ধর্মসেবা' করছেন ভেবে সুযোগ করে দেন জামায়াত-শিবিরের অবাধ রাজনীতির নামে প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্নের সন্ত্রাসী তৎপরতার। দেশের ইতিহাসে রচিত হয়েছে এক কলঙ্কজনক অধ্যায়।

ভিসি, মাদ্রাসা বোর্ডের লোক এসে পরিদর্শন করছিলেন ক্যাম্পাসে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য। সিন্ডিকেটে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে এজেন্ডাভুক্ত করেন উপাচার্য আজিজ খান। '৮৪তে সিন্ডিকেট সদস্য ড. হায়াত হোসেন এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নানের বিরোধিতার মুখে পাস হয় না এ প্রস্তাব।

এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ শিবির ক্যাম্পাসে মাইকিং করে ড. হায়াত হোসেন এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নানকে 'মুরতাদ' ঘোষণা করে '৮৪-তে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে। যা সহায়ক ভূমিকা হিসেবে পালন করেছে পরবর্তীতে... চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস জামায়াতিকরণের ক্ষেত্রে। এ সময় থেকে '৮৬ পর্যন্ত সময়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত হয় স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির নিরাপদ আস্তানায়।

মহান মুক্তিযুদ্ধে যে এলাকা স্বাধীনতা অর্জনের মুক্তিসৈনিকদের দুর্গ ছিল। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে মাস্টারদা, সূর্যসেনের বীরকন্যা প্রীতিলতার সূর্য সৈনিকদের তাজা রক্তে লাল হয়েছে যে জালালাবাদ পাহাড় সেই পাহাড়ের কিছু অংশ ক্যান্টনমেন্ট, কিছু অংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা। এখানে এখন জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর নিয়মিত অস্ত্র প্রশিক্ষণ চলে। দেশপ্রেমিক প্রগতিশীল ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সন্ত্রস্ত শঙ্কিত কে, কখন টার্গেট

হবেন। বিপন্ন নাগরিক জীবন রক্ষায় অনেকেই লিয়েনের বাইরে শিক্ষকতা করছেন। মনে সুপ্ত আশা কখন এ প্রিয় ক্যাম্পাস, প্রিয় মাটি, প্রিয় কর্মক্ষেত্রটিতে একটু নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে ছাত্র এবং সহকর্মীদের মাঝে ফিরে আসবেন। অন্ধকারের শক্তি আর তাড়া করে ফিরবে না সর্বক্ষণ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের এ কালো অধ্যায় চিরস্থায়ী হয়ে বসেছে যেন। মুক্তবুদ্ধি চর্চার দ্বার কবে উন্মোচিত হবে কেউ জানে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির অনৈক্য, বিভেদ কাটিয়ে যেদিন এক হয়ে গড়ে তুলবে সম্মিলিত প্রতিরোধ, সেদিনই এ ক্যাম্পাসের মাটিতে পা রাখতে পারবে মুক্ত চেতনার জনতা। হাসবে, খেলবে নিশ্চিন্তে এ ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীরা।

বিতর্কিত উপাচার্য আজিজ খান

অধ্যাপক আবদুল আজিজ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখলেও স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করেছেন অনেক বেশি, যার ক্ষতিকর প্রভাবে স্থায়ী হয়ে গেছে এ অপশক্তির আস্তানা।

জামায়াত নিয়ন্ত্রিত এ অপশক্তি লালনের অভিযোগে অভিযুক্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য নাম ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম। শিবির ক্যাডার হিসেবে '৭৭-এ চ.বি থেকে মাস্টার্স করেছেন। '৭১-এ সক্রিয় সদস্য হিসেবে আলবদর বাহিনীর হয়ে বাঙালি নিধনে রঞ্জিত করেছেন হাত। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর গোপনে চালিয়ে যান অপতৎপরতা। '৭৫-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের পুনর্গঠন এবং শিক্ষকদের মধ্যে জামায়াতের অবস্থান সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে। '৭৬-এ ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক পদে যোগ দেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি নিয়ে পিএইচডি করার সময়ে বিসিএস পরীক্ষায় কৃতকার্যের ফল জানতে পারেন। এসে যোগ দেন পুলিশে। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ব্যাপারে কিছুই জানাননি। দেশে ফিরে ছ'মাস পুলিশ বাহিনীর অস্ত্র প্রশিক্ষণসহ সারদা পুলিশ ক্যাম্পের ট্রেনিং নিয়ে আবার ফিরে যান চন্ডিগড়ে। সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নিয়মিত বৃত্তি, ভাতা সবই এতোদিন নিয়েছেন। '৮২ সালে নির্বিঘ্নে চালিয়ে যান এ তৎপরতা।

তার অবর্তমানে জামায়াতে ইসলামীর মতাদর্শ প্রচার-প্রচারণার দায়িত্বে সক্রিয় ভূমিকা নেন ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক নূরুল করিম ও হিসাববিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ লোকমান। অধ্যাপক লোকমান '৭১ সালের মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী আব্বাস আলী খানের বদান্যতায় নিয়োগ পান। '৮৩-তে দেশে ফিরে ড. সিরাজুল ইসলাম আবার সক্রিয় হয়ে যান তার কর্মকান্ডে।

'৮৫ সালের ১৮ এপ্রিল ড. আনিসুজ্জামানের চেয়ে ৪ ভোট বেশি নিয়ে উপাচার্য পদে নির্বাচিত হন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী। ছাত্র হিসেবে মেধাবী থাকলেও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তৃতীয় বিভাগে এমএ পাস করেছেন। তার কোনো সাহিত্যকর্ম তখনো প্রকাশিত হয়নি। কেবলমাত্র 'নীল' প্যানেলের প্রার্থী হিসেবে সিনেটর, রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট এবং সরকারি প্রতিনিধিদের কারণে ৪ ভোট বেশি পান তিনি। এর আগের উপাচার্য আজিজ খান মাত্র ২৯ ভোট পান, যেখানে ড. আনিসুজ্জামান ৪২ ভোট পেয়েছিলেন। এখানেও জামায়াতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার

সুস্পষ্ট প্রমাণ। মোঃ আলী বঙ্গভবনে যান রাষ্ট্রপতি এরশাদের সঙ্গে দেখা করতে। তার সহযোগী হিসেবে ড. সিরাজুল ইসলাম (ইংরেজি), রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মোঃ শামসুদ্দীন, ইংরেজি বিভাগের গোলাম সারোয়ার, সমুদ্র জীববিজ্ঞানের ড. ইউসুফ শরীফ খান, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক শামসুদ্দীন আহমেদ ও কন্ট্রাক্টর (সিনেটর) ফজলুল হক ছিলেন এ দলে। এ বাছাইয়ে নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াত সমর্থনে সফলতার ভিত্তিতে- যার দায়িত্ব পালন করেছেন ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ে এতো বড় দল নিয়ে চ্যান্সেলরের কাছে গিয়ে খুশি করে বাড়তি অনুদান আদায়ের উদাহরণ বিরল। মঞ্জুরি কমিশন থেকে কেবল দলীয় স্বার্থেই হয়, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। ১ কোটি ১৭ লাখ টাকা মঞ্জুরি দাবি করলেও সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচসালা মঞ্জুরি থেকে এ টাকা কেটে রাখা হয়, যা সমালোচিত হয়েছে ব্যাপক। এরপরই রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক শামসুদ্দিন যিনি 'গুন্ডা শিক্ষক' হিসেবে পরিচিত ছিলেন

ক্যাম্পাসে, তাকে প্রক্টরের দায়িত্ব দেন। শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপিকা হামিদা বানুকে মেয়াদ পূর্তির ১ বছর আগে অপসারণ করেন দায়িত্ব থেকে। বন্ধ করে দেন আজিজ খান প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি স্কিম। '৮৫-র ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে গোলাপি প্যানেলের প্রগতিশীল জোট বিপুল ভোটে জয়লাভ করে- যা বিরাট আঘাত ছিল জামায়াত সমর্থিত ভিসির জন্য। ৩০ ডিসেম্বর '৮৫ শিক্ষক সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ও নবনির্বাচিত সংসদের দায়িত্ব গ্রহণের কথা। হঠাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে শিবির। প্রথমে বেলা ১২টা পর্যন্ত আহ্বান করা এ ধর্মঘট শেষ মুহূর্তে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হয়। প্রতিটি ছাত্র-শিক্ষকের দৃঢ় বিশ্বাস, ভিসি মোহাম্মদ আলীর গোপন ইঙ্গিতে শিক্ষকদের অনুষদ ভবনে ঢুকতে না দেবার জন্যই ছাত্ররা ব্যবহৃত হয়েছে। এ ধরনের ধর্মঘটে শিক্ষকদের আনা-নেয়ার জন্য বাস চালু থাকে। যা সেদিন উপাচার্যের নির্দেশে গ্যারেজে তালা দিয়ে বন্ধ রাখা হয়। শিক্ষক সমিতি বাধ্য হয়ে বাসের ব্যবস্থা করে ক্যাম্পাসে আনে শিক্ষকদের। উপাচার্যের লোক ও শিবির নেতা-কর্মীর ব্যাপক বাধার মুখে ৩০ ডিসেম্বর '৮৫ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভা ও দায়িত্ব অর্পণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে শিক্ষক সমিতি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে প্রকাশ করে এ ধরনের নিন্দনীয় ঘটনার বাস্তব চিত্র।

এসব কিছুতেই দমানো যায়নি এ উপাচার্যের জামাতিকরণ তৎপরতা। জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের প্রভোস্ট ও হাউস টিউটর পদে নিয়োগ দেন। ২ এপ্রিল '৮৬ চট্ট. বিশ্ব. দ্বিতীয় সিনেটের প্রথম পর্যায়ের তেত্রিশজন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। বিপুল ভোটের ব্যবধানে প্রগতিশীল শিক্ষকরা গোলাপি প্যানেলে জয়ী হন। পরাজিত হন নীল প্যানেলের ড. সিরাজুল ইসলাম (ইংরেজি), অধ্যাপক শামসুদ্দীন আহমেদ (রসায়ন), ড. নূরুল ইসলাম (পদার্থ বিজ্ঞান), অধ্যাপক এ.জে.এস নূরুদ্দিন চৌধুরী (ব্যবস্থাপনা) (বর্তমান ভিসি), অধ্যাপক আবদুন নূরসহ অন্যেরা। সতর্ক হয়ে যান ভিসি মোহাম্মদ আলী, শূন্য পদে বিধিসম্মত নিয়োগ থেকে বিরত থাকলেন। নির্বাচন দিলেন না। মন্ত্রণাদাতা ড. সিরাজুল ইসলাম অভিহিত হলেন 'ডিফেক্টো উপাচার্য' নামে। যিনি অবাধ যাতায়াতের অধিকারী উপাচার্যের কক্ষ পর্যন্ত। উপাচার্যের বরাদ্দ গাড়ি ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতেন একাত্তরের ঘাতক চক্রের এ দোসর বাহিনী। এমন অভিযোগও আসে, উপাচার্যের যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে ফাইল পড়তে দেয়া হয় ড. সিরাজুল ইসলামের মতামত চেয়ে।

আলোচিত হত্যাকান্ড

৩ সেপ্টেম্বর '৯৭ শিবির ক্যাডারদের হামলায় নিহত হয় আমিনুল হক বকুল। মৃত্যুর আগে হামলাকারীদের নাম বলে যায় বকুল। এরা জাকের আহমদ (উর্ধ্বতন সহকারী) জসীমউদ্দিন (পিয়ন), আলমগীর, আবুল কাসেম, আবদুল মাবুদ।

২০ মার্চ '৯৮ চারুকলা বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র সঞ্জয় তলাপত্রকে স্টেশনে শিবির ক্যাডাররা আক্রমণ করে। হাসপাতালে মারা যায় সঞ্জয়।

৬ মে '৯৮ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলীকে শাহ আমানত হলের ভেতর থেকে ধরে নিয়ে শিবির ক্যাডার শীর্ষ সন্ত্রাসী নাছির এবং ভাগিনা রমজান শাহ্ আমানত হলের পেছনে নিয়ে হত্যা করে। নাছির এবং ভাগিনা রমজান তাদের অস্ত্রধারী বাহিনী নিয়ে কৃষি খামার থেকে এসে নিরীহ ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলীকে হত্যার ঘটনা ব্যাপক আলোচিত হয়। পরিকল্পিত এ ঘটনায় বিশাল বাহিনী সশস্ত্র অংশ নেয় এবং মোবাইলে স্যার/ভাই কাজ হয়েছে' এভাবে কথা বলে।

আলী মুর্তজা হত্যাকান্ড : আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ পরিষ্কার

শিবিরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় হাটহাজারীর আনন্দবাজার, বালুছড়া এলাকা শিবির নিয়ন্ত্রিত। ফতেয়াবাদ, চৌধুরীহাট, ছড়ার কুল এলাকা আলী মুর্তজার বিশাল আধিপত্য ছিল স্থানীয় হওয়ায়। ছাত্রলীগ নেতা আলী মুর্তজার চারিত্রিক সততা এবং পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শিবিরের জন্য বিশাল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ২৯ ডিসেম্বর ২০০১ হাবিব খান, ভাগিনা রমজান, ছোট সাইফুল, গিট্টু নাছিরের কিলিং স্কোয়াড গুলি করে হত্যা করে ছাত্রলীগ চ.বি সহ-সভাপতি আলী মুর্তজাকে। এ হতাকান্ডে ৫ লাখ টাকা ব্যয় করে জামায়াত নেতৃত্ব- এমন মন্তব্য স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ।

জামায়াতের এসব বর্বরতার অর্থায়ন তাদের মালিকানাধীন ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ হয় বলে সূত্রে প্রকাশ।

১০ আগস্ট '৮৬। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে লজ্জাজনক অধ্যায়। একাডেমিক কাউন্সিলের এ সভার দিন সিনেটে পনেরো কলেজ শিক্ষক নির্বাচন ছিল। পাঁচটি প্রতিনিধি পদ এক বছর শূন্য ছিল। বারবার অনুরোধ যায় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন জামায়াতের পক্ষে নেই বুঝে গেছেন ভিসি মোহাম্মদ আলী। শূন্য পদ শূন্য রেখেই ব্যবস্থা হয় সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচনের। শিক্ষক সমিতি স্বাভাবিকভাবে বাধা দেবে জেনে কিছু সন্ত্রাসী এনে সভাকক্ষের এলাকায় মোতায়েন রাখা হয়। সভার শুরুতে শিক্ষকরা ভিসির অন্যায় পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আহ্বান জানায় একাডেমিক কাউন্সিলের ৫টি শূন্য পদ পূরণের। সঙ্গে সঙ্গে ভিসির পেটোয়া বাহিনী হামলে পড়ে শিক্ষকদের ওপর। ভিসি মোহাম্মদ আলীর একান্তজন প্রক্টর মোঃ শামসুদ্দিনের ঘুষিতে তৎকালীন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক রফিকুউদ্দিন আহমদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হায়াত হোসেন এবং বাণিজ্য অনুষদের ডিন অধ্যাপক আলী ইমদাদ খান ('৮৭-'৮৯ প্রো-ভিসি) ভয়াবহ অরাজকতা সৃষ্টি করা হয় এ সভাকক্ষের ভেতর সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত। ১টায় ভিসি মোহাম্মদ আলীর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদে একাডেমিক কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। ২৩ জন সদস্য লিখিতভাবে ভিসিকে এ সভা না করার অনুরোধ জানান। ভিসি নির্বিকার। বেলা ১টার পর জামায়াতপন্থি ১৫ কলেজ শিক্ষককে সিনেট সদস্য পদে মনোনয়ন দেন। সম্পন্ন হয় সিনেট জামায়াতিকরণ। এ ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন শিক্ষক সমিতির আহ্বানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এক নাগরিক সমাবেশের মাধ্যমে ভিসি মোহাম্মদ আলীর পদত্যাগ দাবি করা হয়।

ভিসি মোহাম্মদ আলী সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ করেছেন তার স্ত্রীর (বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা'র) পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘদিন শূন্য রেখেছেন সহযোগী অধ্যাপক পদটি। এ ধরনের হাজারো ঘটনার জনক মোহাম্মদ আলী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য। পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর জামায়াত 'কিক্ আউট' করে মোহাম্মদ আলীকে। পুরোপুরি জামায়াত নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস সম্পূর্ণ করার পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব। জামায়াত তাদের উদ্দেশ্য সফল হবার সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলেছে উপাচার্য মোহাম্মদ আলীকে।

২৬ নবেম্বর

একাত্তরের পরাজিত শক্তির প্রেতাত্মার প্রকৃত রূপ প্রত্যক্ষ করে সেদিন চবি ছাত্র-শিক্ষক। ছাত্রশিবিরের ঘাঁটি হিসেবে স্যার এফ রহমান

হল ও আলাওল হল কুখ্যাত। '৮৬-তে এ দুটো হলের প্রভোস্ট ছিলেন জামায়াতের বিশ্বস্ত নেতা ড. মতিউর রহমান ও ড. আবদুল মালেক চৌধুরী। সিট বন্টনে শিবিরের আধিপত্যের সহায়ক হন এ দু'জন। নিয়ম বহির্ভূতভাবে শিবির সমর্থকদের মাঝে হলের সিট বন্টন করা হয়। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের মধ্যে '৮৬তে জাতীয় ছাত্রসমাজ সরকারি দল হিসেবে প্রভাব খাটাতে পরতো। সাবেক ছাত্রদল নেতা ও তৎকালীন ছাত্রসমাজ নেতা আবদুল হামিদ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন আলাওল হক কর্তৃপক্ষের অন্যায় সিট বন্টনের প্রতিবাদে। বেশ কথা কাটাকাটি হয় প্রভোস্ট ও শিবির ক্যাডারদের সঙ্গে। এসব ঘটনায় শিবির ২২ নবেম্বর থেকে ২৫ নবেম্বর পর্যন্ত আলাওল হলে মারাত্মক অস্ত্রের বিশাল ভান্ডার গড়ে তোলে। নীরব দর্শকের ভূমিকা নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সহযোগী ভূমিকা নেয় বিশ্ববিদ্যালয় মাইক্রোবাস দিয়ে। ২ নবেম্বর রাতে শ'দেড়েক শিবির সমর্থক বহিরাগত ক্যাডার বাহিনী অবস্থান নেয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন হলে।

একাডেমিক কাউন্সিল, অনুষদ ডিন, ফিন্যান্স কমিটি ও সিন্ডিকেট প্রভাষক প্রতিনিধি নির্বাচনের দিন ২৬ নবেম্বর '৮৬। সাধারণ শিক্ষকেরা দৈনন্দিন ক্লাস ও নির্বাচনে ভোট নিয়ে ব্যস্ত।

জাতীয় ছাত্রসমাজ নেতা আবদুল হামিদ শাহ আমানত হলের সামনে দুপুরের ভাত খেলেন সহপাঠী জসীমউদ্দিনকে নিয়ে। খাওয়া সেরে পায়ে হেঁটে আলাওল হলের দিকে আসছিলেন।

বেলা আড়াইটা। অতর্কিতে তাদের দিকে দুটো পটকা ছোঁড়া হয়। দু'জনেই কিছুটা হকচকিয়ে যায়। ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি সার্ভিসের লেবু বাগানের দিকে দৌড়ে যায়। বহিরাগত এবং ক্যাম্পাসের শিবির ক্যাডাররা তাড়া করে। গুলি ছোঁড়া হয় তাদের পায়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় দু'জন। ঘাতক শিবির ক্যাডাররা দৌড়ে আসে কিরিচ হাতে। কেটে নেয় হামিদের ডান হাত এবং বাম হাতের চার আঙুল। কিরিচ ও গুলির আঘাতে জর্জরিত দু'জনকে গাড়িতে তুলে পাঠিয়ে দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারে। শিবিরের আক্রমণে আহত হয় অসংখ্য ছাত্র ।

নির্মম পাষন্ড বর্বর শিবির ক্যাডাররা হামিদের দ্বিখন্ডিত ডান হাত রেখে দেয় নিজেদের কাছে। বিকেলে বিজয় মিছিল বের করে পৈশাচিক উল্লাসে মেতে ওঠে। এই বর্বর অভিযানে তারা ব্যবহার করেছে ওয়াকিটকি। হ্যান্ডমাইক। যা চবি ক্যাম্পাসে প্রথম। সঙ্গে দু'জন ডাক্তারও আনা হয়েছিলো।

এ ঘটনার দিন সকাল থেকে জামায়াত পোষ্য শিক্ষক ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম উৎফুল্ল ছিলেন। অথচ নির্বাচনী ব্যস্ততা স্বাভাবিক ছিল। তাকে অনেকেই দেখেছে টেলিফোনে বিভিন্ন হল এবং চট্টগ্রাম শহরে যোগাযোগ করতে। এ বর্বরোচিত ঘটনার পর উপাচার্য মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে প্রত্যেকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন ড. সিরাজুল ইসলাম।

পরদিন ২৭ নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হলে শিবির ক্যাডারদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি বাসে নিরাপদে চট্টগ্রাম শহরে পৌঁছে দেয়া হয়। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায় চ.বি।

একদিন পর আহত ছাত্রদের চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল দেখতে যান। উত্তেজিত জনতা তাড়িয়ে লাঞ্ছিত করে ভিসিকে। লেবার রুমে গিয়ে রক্ষা পান এ ধিকৃত উপাচার্য।

সারা দেশ যখন এ বর্বর ঘটনায় ভিসির পদত্যাগ দাবি করছে তখন চরম উল্লসিত জামায়াত শিবিরচক্র। সেদিন শক্ত ভিত স্থাপিত হয়ে যায় চ.বি ক্যাম্পাসে। এই ধারাবাহিকতায় একের পর এক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। নিরীহ ছাত্র-শিক্ষক আক্রান্ত হয়েছে বারবার।

২৩ মে উপাচার্য পদে নিয়োগ পান বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন। যিনি শিবিরের ক্যাডার বাহিনীর চরম রোষানলের শিকার হয়েছেন, বারবার নিগৃহীত হয়েছেন। প্রচন্ড চাপের মুখে রেখেছেন তিনি জামায়াত-শিবির অপশক্তিকে।

'৯০-এর ৮ ফেব্রুয়ারিতে চাকসু নির্বাচনে পরাজিত শিবির জয়ী হয় প্রগতিশীল জোটের প্রার্থী নাজিমউদ্দিন ভিপি পদে এবং আজিম উদ্দিন জিএস পদে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে শিবির। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষশক্তির সম্মিলিত ভূমিকায় দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ভুলে এক হয়ে বিজয় ছিনিয়ে নেয় প্রগতিশীল জোট। এ সময়েও শিবিরের ঘাঁটি এফ রহমান হল থেকে ভোট পেয়েছে ১২০০। তবু সকল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বন্ধ করার অপপ্রয়াস অব্যাহত থাকে।

স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পতনের পর স্বৈরাচারবিরোধী বিজয় উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশ নেন উপাচার্য আলমগীর সিরাজউদ্দিন। তিনি বলেন', '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধীদের অনেকে '৯০তে বিপ্লবী সেজেছে। এদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। উপাচার্য ১২ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসবের উদ্বোধনী ভাষণে গণতন্ত্র সংহত করার বক্তব্য প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের মুখে পড়েন। ৫০-৬০ জন শিবির ক্যাডার উপাচার্যের পথরোধ করে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ভিসির কক্ষের সামনে গিয়ে প্রচন্ড চিৎকার অশালীন বাক্যবাণে জর্জরিত করে তাকে। মাইক লাগায় ভিসির জানালায়। দাবি জানায় তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে পদত্যাগ করতে হবে। এ সংবাদ পেয়ে শিক্ষকমন্ডলী ছাত্রশিবির নেতাদের মুখোমুখি হন। বিরত করতে চান এ ধরনের হীন কার্যকলাপ থেকে। এবার শিবিরের ক্যাডার বাহিনী মারমুখী হয় শিক্ষকদের প্রতি। অশ্রাব্য,

যারা আছেন দলীয় বিশ্বস্ততার জামায়াতের সাইন বোর্ডে

১. রেজাউল করিম মামুন (ইসলামের ইতিহাস) (স্বঘোষিত রাজাকার)
২. মোঃ মোজাম্মেল হক (দর্শন বিভাগে সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত)
(ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুক হত্যা মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি)
৩. নেছারুল করিম (সহকারী অধ্যাপক, ফিন্যান্স) (সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত)
(ছাত্রমৈত্রী নেতা ফারুক হত্যা মামলার আসামি, যার বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটে নিন্দা প্রস্তাব আসে)
৪. আলাউদ্দিন মজুমদার (অর্থনীতি)
(ছাত্র ইউনিয়ন নেতা সঞ্জয় তলাপাত্র হত্যা মামলায় অভিযুক্ত)
৫. হাবিবুর রহমান (সহকারী অধ্যাপক পদে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত) (চ.বি কলেজ ক্যাম্পাস জামায়াতের আমির প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)
৬. শহীদুল ইসলাম (সাংবাদিকতা বিভাগের সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত জামায়াত শিক্ষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবির ক্যাডার, ১ মে '০৪ ছাত্রদলের হামলার সময় রড-চাপাতির যোগানদাতা)
৭. জাকির হোসেন (৩য় শ্রেণীর কর্মচারী উর্ধ্বঃ সহকারী) থেকে সেকশন অফিসার পদে পদোন্নতি আমিনুল হক বকুল এবং ছাত্রদল নেতা নূরুল হুদা মুসা হত্যামামলার অভিযুক্ত। বর্তমান চ.বি গোপনীয় শাখার দায়িত্ব নিয়ে সকল গোপন কাগজ সরিয়ে ফেলছেন)
(হত্যা মামলার আসামি হিসেবে কারাবন্দি ছিলেন)
৮. এনায়েত উল্লাহ পাটোয়ারী (রাজনীতি বিজ্ঞান)
৯. রহিমউদ্দিন চৌধুরী (পরিসংখ্যান বিভাগ)
১০. হাসমত আলী (ফিন্যান্স)
১১. একেএম আরিফুল হক সিদ্দিকী (পদার্থ বিজ্ঞান)
১২. ছিদ্দিক উল্লাহ (ইমাম, কেন্দ্রীয় মসজিদ চ.বি ক্যাম্পাসে জামায়াতের দলীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত)

অকথ্য ভাষার বাক্যবাণ শিক্ষকদের দৃঢ়তার মুখে প্রত্যাহার করে শিবির।

২০ ডিসেম্বর '৯০ শিক্ষক সমিতির তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল কালাম আজাদ শিবির কর্মীদের মাধ্যমে মাইকে প্রচার করেন, বেলা ১১টায় ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের সমাবেশ হবে। শিবিরের নেতা-কর্মী, ক্যাডার, চতুর্থ শ্রেণীর কয়েকজন কর্মচারীর উপস্থিতিতে এ সমাবেশে ড. আবুল কালাম আজাদ ২২ ডিসেম্বর থেকে উপাচার্যকে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করার ঘোষণা দেন। পরদিন ইসলামী ছাত্র শিবির সাংগঠনিকভাবে পত্রিকায় লাগাতার হরতালের ঘোষণা দেয়। ২২ ডিসেম্বর শনিবার ভোর থেকে ১ নম্বর ও ২ নম্বর গেট তালা লাগিয়ে সশস্ত্র অবস্থান নেয় গেটের সামনে। সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে অগণিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক গেটে এসে বাধাপ্রাপ্ত হন। পরে চাকসু ভিপি নাজিমউদ্দিনসহ কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীর চাপে গেট খুলে দেয়। এ সময় দেড়শ'র বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকা ও বিপুল ছাত্রছাত্রী অনুষদ ভবনের দিকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা দেন। দেখা যায় সব ভবনের গেট বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছে শিবির ক্যাডাররা।

শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী কলা অনুষদ ভবনের প্রায় বিশ গজ দূরে থাকতেই শিবির ক্যাডাররা ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। আহত হয় অনেক ছাত্রছাত্রী। সশস্ত্র হামলা চলেছে শিবিরের। মারাত্মক আহত ফারুকুজ্জামান ফারুক ২৪ ডিসেম্বর হাসপাতালে মারা যান। অধ্যাপক আলী ইমদাদ খানের ভাষ্য 'এ হামলায় ২০০'র বেশি ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে শিবির ক্যাডারদের পৈশাচিক হামলার প্রধান টার্গেট ছিল ছাত্রী এবং শিক্ষিকাবৃন্দ। নির্মম নির্যাতনে আক্রান্ত হন অনেক ছাত্রী, শিক্ষিকা। গায়ের কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়। এ যেন আরেক একাত্তরের পুনরাবৃত্তি- বললেন অনেকে। এদের মধ্যে আক্রান্ত অধ্যাপিকা ড. হামিদা বানু, শিরিন হক অন্যতম।

সে সময় উপাচার্য আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন বলেছিলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের শাসন ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্য আমার কাছে সব ছাত্রছাত্রী সমান। ১২ ডিসেম্বরের বিজয় উৎসবে বলেছিলাম, '৭১-এর স্বাধীনতা বিরোধীদের অনেকে '৯০তে বিপ্লবী সেজেছে। এদের হাতে গণতন্ত্র নিরাপদ হতে পারে না। এ বক্তব্য দেয়ার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে শিবির আমার পদত্যাগ দাবি করে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রী, চাকসু নেতৃত্ব, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য অবস্থান নেয়ায় ২২ ডিসেম্বরের নারকীয় ঘটনার সূত্রপাত।'

গত ২১ সেপ্টেম্বর '০৪ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেই সাবেক উপাচার্য বললেন, 'এখন আমি কিছুই বলবো না। সময় এলে বলবো।'

২২ ডিসেম্বরের নারকীয় ঘটনার প্রেক্ষাপটে ১৫ জানুয়ারি '৯১ বিচারপতি মাহমুদুল আমিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ১ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি করা হয়। চার মাস পর সম্পূর্ণ একপেশে রিপোর্টে তিনি শিবিরকে সব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেন কমিটির পক্ষ থেকে। উল্টো বলা হয় 'এই উপাচার্যকে রেখে বিশ্ববিদ্যালয় সমস্যার সমাধান হবে না। সরালেও সমাধান হবে না।' এমন স্ববিরোধী বক্তব্যের রিপোর্ট পরবর্তী ৮ মাস নারকীয় পরিস্থিতির সূত্রপাত ঘটায়।

এক পর্যায়ে উপাচার্যের বাসভবনকে 'সাবজেল' ঘোষণা করে ১২ দিন উপাচার্যের পরিবারকে বন্দি রাখা হয়। সে সময় বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ চট্টগ্রাম শাখা সক্রিয় ভূমিকা রাখে। পুলিশ প্রশাসনের উর্ধ্বতন পর্যায় থেকে পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা হয় যাতে সশস্ত্র প্রহরা থেকে শিবির ক্যাডাররা সরে আসে।

এ সময় তৎকালীন বিএনপি সরকার উপাচার্যকে প্রচন্ড অসহযোগিতা করে শিবিরকে সহায়তা করে। বলা হয়, যেন শিবিরের কথামতো পদত্যাগ করা হয়। তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী বিএনপি নেতা মীর নাছিরকে সঙ্গে নিয়ে অবরুদ্ধ ভিসির সঙ্গে দেখা করেন। শিবির ক্যাডাররা গেটে ফুল দিয়ে সংবর্ধনা দেয় বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে। বদরুদ্দোজা চৌধুরী উপাচার্য আলমগীর সিরাজকে বলেন, যেন তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এ প্রস্তাব।

এ প্রসঙ্গে চাকসু ভিপি নাজিম উদ্দিন (বর্তমান বিএনপি নেতা) গত ১৪ সেপ্টেম্বর '০৪ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'উপাচার্য আলমগীর সিরাজউদ্দিন সেদিন অন্যায়ের কাছে মাথানত করেননি। শিক্ষামন্ত্রী বি. চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'আপনার মতো শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে যাবো না- অন্যায় প্রস্তাবে আমি রাজি নই।'

এ বিষয়টি আওয়ামী লীগ সংসদে উত্থাপন করে নিন্দা জানায় এ বর্বরতার। শিক্ষামন্ত্রী এর সূত্র ধরে বিতর্কিত বক্তব্য দেন। যার প্রতিবাদে সংসদ থেকে ওয়াকআউট করে তৎকালীন বিরোধী দল আ.লীগ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনসমূহের অনৈক্য, বিভেদ শিবিরের বিরাট শক্তি। সব সময়ের ভিসি প্রো-ভিসি দ্বন্দ্ব, শিক্ষকদের বিভেদ সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে ভয়াবহ জামাতীকরণের বিরুদ্ধে সব দল-মতের ঐক্য জরুরি মনে করছে ছাত্র-শিক্ষক প্রত্যেকেই।

উপাচার্য অধ্যাপক এজেএস নুরুদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরী অস্বীকার করলেন তার বিরুদ্ধে আনা সকল অভিযোগ। বর্তমান পরিস্থিতি অস্বীকার করে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বললেন তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে। গত ২১ সেপ্টেম্বর রাতে সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, 'বিধিবহির্ভূত কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। মামলা যে কেউ করতে পারে ডিনকে জানাতে হবে কেন?' অথচ গত ২ সেপ্টেম্বর '০৪ বিকেল ৩টায় এ নিয়ে উপাচার্য শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সমঝোতা বৈঠকও করেছেন।

উল্লেখ্য, সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম হাইকোর্টে রিট করলে অর্থনীতি বিভাগে বিজ্ঞাপিত সহকারী অধ্যাপক/ প্রভাষকের একটি স্থায়ী পদে নিয়োগের অতিরিক্ত দু'জন নিয়োগের বিরুদ্ধে আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এ প্রসঙ্গে ভিসি নুরুদ্দিন চৌধুরী আরো বলেন, 'সিলেকশন সিন্ডিকেটের মতানুযায়ী হয়েছে। প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট থেকে মতামত নেয়া হয়েছে।'

তবে তিনি স্বীকার করেন, 'দু'একটি সিদ্ধান্ত প্ল্যানিং কমিটির বাইরে হয়েছে- হতেই পারে। এটা ম্যান্ডেটরি নয় highest body করতেই পারে। এ প্রক্রিয়া সব সময় হচ্ছে। মামলা করছে মামলা Face করবো।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে জামায়াতিকরণ করা হচ্ছে এ অভিযোগ প্রসঙ্গে ভিসি ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, মিথ্যে কথা। মেরিট বেসিসে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। কারো পিঠে লেখা থাকে না, সিল থাকে না জামায়াত করি বা আ.লীগ করি। জোটভুক্ত এবং ক্ষমতাসীন দলের সংগঠন ছাত্রদল সাম্প্রতিক সময়ে ভিসির পদত্যাগ চাইছে। এ প্রসঙ্গে ভিসি অধ্যাপক নুরুদ্দিন চৌধুরী বলেন, ছাত্রদলের কাজ ছাত্রদল করেছে পদত্যাগ দাবি করছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেখা যাক কী হয়।

সম্প্রতি নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলার অভিযোগ প্রসঙ্গে ভিসি বলেন- এসব ভিত্তিহীন। তাহলে তো অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম রাখতে হবে- 'তুমি জামায়াত করো কেন বা এসব দিয়ে। এসব আমার লুক আউট নয়।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিবিরের সঙ্গে আল-কায়েদার যোগাযোগ সন্দেহে কালো তালিকাভুক্ত করেছে চ.বিকে। এই তথ্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ভিসি বললেন, 'এ তথ্য ভুল তো বটেই। মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। ওরা বলেছে এসবের সঙ্গে ওদের কোনো যোগাযোগ নেই।' এক পর্যায়ে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ভিসি বলেন, 'আপনারা কেন এসব প্রশ্ন তুলছেন?'

উল্লেখ্য, গত ১৪ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের

স্টেট ডিপার্টমেন্টের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্সের অ্যাডভাইজার মি. ডগলাস সি. ম্যাকিউগের নেতৃত্বে ২ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষাবিদদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক এজেএম নুরুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে এবং শিবির নেতাদের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করেন। তারা শিবিরের সঙ্গে ইসলামী জঙ্গি সংগঠন আল-কায়েদা বা হামাসের সম্পর্ক খতিয়ে দেখছে।

অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম

সাপ্তাহিক ২০০০কে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মইনুল ইসলাম বলেন, 'গত ২৩ বছর ধরে '৭১-এর পরাজিত এ অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলছে। বর্তমান ভিসি তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিধিবহির্ভূত নিয়োগ অব্যাহত রাখছেন। খাঁটি জামায়াত হলে যেভাবে হোক তার নিয়োগ নিশ্চিত করছেন বিজ্ঞাপিত পদের বাইরে অথচ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকরা নিয়োগ পাচ্ছেন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আদালত অবমাননা করছে। গত ৩১ আগস্ট আদালত অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারির পরও শিক্ষকদের নিয়োগ নিশ্চিত করছেন। ডিন হিসেবে আমি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ৩০ (৫) ধারা (পৃ. ২০) অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত। এখানে স্পষ্ট লেখা আছে There shall be a Dean of each Faculty who shall be respounsible for the due observance of the status. University Ordinances and Regulations relating of the Facalty.

ড. মঞ্জুর মোর্শেদ মাহমুদ ডিন, বাণিজ্য অনুষদ

বাণিজ্য অনুষদের ডিন ড. মঞ্জুর মোর্শেদ মাহমুদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'অস্তিত্বের লড়াইয়ে আমাদের শিক্ষকতা ছেড়ে আদালতে ছুটতে হচ্ছে।' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হিসেবে ৪ বছর দায়িত্ব পালনের পর অধ্যাপক ড. মঞ্জুর মোর্শেদ ফিরে এসেছেন প্রিয় প্রাঙ্গণ চ.বি ক্যাম্পাসে। বললেন, 'বর্তমান পরিস্থিতিতে অফিসার থেকে ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী পর্যন্ত অস্তিত্বের সংকটে। নিয়মানুযায়ী ৫ বছর পর পর পদ তৈরি হবার কথা। এখন ইচ্ছেমতো পদ তৈরি করে জামায়াতিকরণ করা হচ্ছে পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে। যোগ্যতার যাচাই-বাছাই নেই, বরঞ্চ যোগ্য ব্যক্তিরা তাদের উপযুক্ত পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।'

হেলাল-নিজামী (সাবেক সাধারণ সম্পাদক চ.বি শিক্ষক সমিতি)

সাপ্তাহিক ২০০০কে হেলাল-নিজামী বলেন, বর্তমান উপাচার্য ন্যক্কারজনক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন। উপাচার্যের দায়িত্বে থেকে কোনো

দলীয় ফোরামে যাওয়ার উদাহরণ এই প্রথম। এ ধরনের প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বিধিবহির্ভূত। ছাত্রদলের সদস্য সংগ্রহের অনুষ্ঠানেও তিনি যান। অথচ সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে শিক্ষক সমিতির স্টিয়ারিং কমিটি থেকেও পদত্যাগ করেছেন। বর্তমান উপাচার্য রাজনৈতিক সমাবেশে যাচ্ছেন এবং রাজনৈতিক নেতারা প্রধান অতিথি হচ্ছেন- তিনি বিশেষ অতিথি হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয় সিলেকশন বোর্ডকে নির্লজ্জভাবে দলীয়করণ করে ফেলেছেন। সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. অনুপম সেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোনো ক্যাটাগরির নিয়োগ কমিটিতে থাকার যোগ্যতা হারিয়ে ফেললেন এই উপাচার্য আসার পর! রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুল হাকিম প্রবীণ শিক্ষক হয়েও বাদ গেলেন। সকল বিভাগে জামায়াতপ্রীতি একমাত্র যোগ্যতা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮১ জন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রভাষকের ক্ষেত্রে ৬১ জনই জামায়াত-শিবির ক্যাডার। এতে বিএনপি মতাবলম্বী শিক্ষকরাও চরম অসন্তুষ্ট। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষক সমিতি গত ৩০ জুলাই '০৩ উপাচার্য অধ্যাপক নুরুদ্দিন চৌধুরীকে চরমপত্র দেয়। যাতে বিভাগীয় পরিকল্পনা পাশ কাটিয়ে কোনো নিয়োগ দেয়া না হয়।

অধ্যাপিকা ড. হামিদা বানু (পদার্থবিদ্যা বিভাগ)

'৭০ থেকে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছি। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর জামায়াতিকরণ করা হচ্ছে। সিলেকশন কমিটি আইনগতভাবে হয়নি। আমি হাইকোর্টে গেছি এবং উপাচার্যকে শো-কজ করেছি। আ. লীগের সময়ে প্রগতিশীল লোকরা নিয়োগ পেলেও যোগ্যতার ভিত্তিতে পেয়েছে। এখন মেজরিটি জামায়াতের।

অর্থনীতিতে বিধিবহির্ভূতভাবে মাদ্রাসার ছাত্রের নিয়োগ দিয়েছে বিজ্ঞাপিত পদের বাইরে। যা চ্যালেঞ্জ করে আদালতে গেছেন সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন। ইনজাংশান জারি হলেও রেজিস্টার্ড অফিসে এদের নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে স্থিতাবস্থা জারি করানো হয়। ভিসি আবার নোটিশ দেন কেন নিয়োগপ্রাপ্তদের যোগদান করতে দেয়া হয়নি। মিটিংয়ে টেবিল চাপড়ে অশালীন বাক্য ছুঁড়ে লাফালাফি করেন জামায়াতপন্থি শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ। সন্ত্রাসের দায়ে কুখ্যাত শিবির ক্যাডাররাই নিয়োগ পাচ্ছে শিক্ষক পদে। আমরা এখন আইনের আশ্রয় নিয়েছি। দেখা যাক, কী হয়।

অধ্যাপক আনম মুনির আহমদ (রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ) (সাবেক সভাপতি চ.বি শিক্ষক সমিতি)

অধ্যাপক আনম মুনির আহমদ সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে সত্য। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকেও ফরেস্ট্রি, ম্যানেজ-মেন্ট, মার্কেটিং, ইতিহাস বিভাগে অতিরিক্ত নিয়োগের সুপারিশ করে। নির্বাচনী বোর্ড সিন্ডিকেটে এই অনুমোদন দেয়নি। এই ভিসির আমলে একটু বেশি হয়েছে বিধিবহির্ভূত নিয়োগ। তার আগে অধ্যাপক ফজলে হোসেনের সময়ে বিজ্ঞাপিত পদের অতিরিক্ত ৩ জন নেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়া যুক্তিযুক্ত নয়। যে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট একটি পদে সেই নিয়োগ পাবে বলে অন্যরা আবেদন করে না। সে ক্ষেত্রে একের অধিক নিয়োগ দেয়া হলে যোগ্যরা বঞ্চিত হয়। অতিরিক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিক্ষক নিয়োগ দিলে তো আর্থিক ঘাটতি হবেই। আমরা সিন্ডিকেটে থেকে ফজলে হোসেনের সময় ৩০০ কর্মকর্তা-কর্মচারীর নিয়োগ (এডহক) বাতিল করি। তিনি বলেছিলেন, আমি নিয়োগ দিয়েছি ৬ মাস পর বাতিল করবো। ৬ মাস পূর্ণ হবার আগেই পরবর্তী ভিসি নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তিনি আর করেননি। আমি সরকারি দলের হয়েও প্রকাশ্যে এ ধরনের প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করি। এক্ষেত্রে সব মতের শিক্ষকরা এক। শিক্ষকদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো বিভাজন নেই- কেননা শিক্ষকরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। শিক্ষক নিয়োগে জামায়াতিকরণ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনির আহমদ বলেন, যেহেতু বর্তমান প্রশাসন জামায়াতপন্থি, জামায়াত বায়াস তো হবেই। নিম্নমানের রেজাল্ট নিয়ে দলীয় পরিচয়ে নিয়োগ পাচ্ছে। এটা আমি শিক্ষক সমিতির নেতা হিসেবে কোনোভাবেই সমর্থন করি না। তবে হত্যা মামলার আসামি কিভাবে নিয়োগ পেয়েছেন তা আমার জানা নেই।

চারদলীয় জোট সরকার ক্ষমতায়, অথচ নিয়োগ পাচ্ছে জামায়াত নেতা-কর্মী- এটা নিয়ে আমরা বারবার বলছি। বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।

একচেটিয়া জামায়াত শিক্ষকেরা দায়িত্ব পেলে বিএনপিপন্থিরা তো ক্ষুণ্ন হবেই। সব প্রভোস্ট জামায়াতের। একজন শুধু বিএনপির। আমরা খুব হতাশ। শিক্ষকরা অসুস্থ হলে ২০ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে, সেটাও হচ্ছে না। সব মিলিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি শিক্ষকরা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮ এপ্রিল, ২ মে প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ওপর হামলা করলো ছাত্রদল। এটা পরমতসহিষ্ণুতার অভাব। সকল মতকে সম্মান দেখাতে পারলে পরিবর্তন আসতো। পরিবর্তন ঘটাতে হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে মনে করি দলীয়করণের ঊর্ধ্বে থাকতে হবে। যার যেটা প্রাপ্য সেটা দেয়ার নামই Justice। অযোগ্য লোক ভিসি, প্রো-ভিসি বা শিক্ষকের দায়িত্বে বসলে বিশ্ববিদ্যালয় তথা ছাত্র-শিক্ষকসহ গোটা জাতিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গাজী সালেহ উদ্দীন
(শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক)

তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, গত ২ সেপ্টেম্বর ভিসি শিক্ষক সমিতির সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে সমঝোতা করেন। যাতে বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট সমুন্নত থাকবে। তিনি মনে করছেন ক্লাস চললেই পরিস্থিতি ভালো থাকবে। এভাবে জামায়াতিকরণ চ.বি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য সংকট ডেকে আনবে।

নাজিমউদ্দিন চাকসু ভিপি
(বিএনপি নেতা)

গত ১৪ বছর চাকসু নির্বাচন না হওয়ায় এখনো আমি ভিপি রয়ে গেছি। সাবেক ভিপিও বলতে পারি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়মিত নির্বাচন হলে মেধাহীন ছাত্র রাজনীতির সুযোগ থাকতো না। ১৪ বছরে অনেক ছাত্রই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগই পেলো না। বর্তমানে চ.বি ভিসি নুরুদ্দিন চৌধুরী মেধার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ না করে দলীয় পরিচয়ে শিক্ষক নিয়োগ করছেন। এ বিশ্ববিদ্যালয় টিকবে কি না সন্দেহ। এ পরিস্থিতিতে ভালো ভালো শিক্ষকরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিচ্ছেন। বিদেশে চলে যাচ্ছেন, এটা হতাশাজনক। আঞ্চলিকতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে চ.বি প্রশাসনের কর্মকাণ্ডে। পেশিশক্তি দিয়ে তারুণ্যের উচ্ছলতা স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে বলেই আমরা '৯০ সালে সম্মিলিত ছাত্র ঐক্য গঠন করে চাকসু নির্বাচনে জয় ছিনিয়ে এনেছিলাম। চ.বি উপাচার্যদের মধ্যে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এবং অধ্যাপক আবদুল মান্নান। অধ্যাপক আবদুল মান্নানের কারণে বিবিএ চালু হয়েছে চ.বিতে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিরপেক্ষ না থাকলে ছাত্ররা শান্তিপূর্ণ শিক্ষাজীবন থেকে বঞ্চিত হয়।

চ.বি ক্যাম্পাসে এ পর্যন্ত শিবিরের হামলার সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে ছাত্রদল। ছাত্রদল গত ২৬ সেপ্টেম্বর বর্তমান ভিসির পদত্যাগের দাবিতে অনশন করেছে চ.বি ক্যাম্পাসে। এ ব্যাপারে বেশ কয়েকবার যোগাযোগ করেও বক্তব্য পাওয়া যায়নি ছাত্রদল চ.বি শাখার নেতৃবৃন্দের। ছাত্রদল চ.বি শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী মাজহারুল ইসলাম সাপ্তাহিক ২০০০কে বললেন, ১ অক্টোবর ২০০১ নির্বাচনের পর থেকে আমরা ক্যাম্পাসে রাজনীতি করতে পারছি না। একের পর এক হামলার শিকার হচ্ছে নিরীহ নেতা-কর্মী। ২৯ জুন '০২ আ. রব হলের শিবির সভাপতি সেলিম উল্লাহর নেতৃত্বে রুস্তম, সলিমউল্লাহ বলে, 'আপনি কেন এসেছেন ক্যাম্পাসে? আরেকবার এলে মেরে ফেলবো।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও ভিসি এবং প্রশাসনকে জানানোর পরও আমরা প্রকাশ্যে হুমকির শিকার।

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জঙ্গি মৌলবাদ নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ব্যক্তিদের ক্ষমতায় দেখতে চায়'- বললেন, ডগলাস সি ম্যাকিউগ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স অ্যাডভাইজার ডগলাস গত ১৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, হাটহাজারী আল জামেয়া মাদ্রাসা, লালখান বাজার মাদ্রাসা, সাতকানিয়া মাদ্রাসা সফর করলেন। কথা বললেন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং শিক্ষাবিদের সঙ্গে।

খোলামেলা আলাপ করলেন মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত ডগলাস। বললেন, 'বিশ্বব্যাপী আল কায়েদা-হামাসের জঙ্গি মৌলবাদের উগ্র তৎপরতার সঙ্গে বাংলাদেশের ইসলামী জঙ্গি সংগঠনসমূহের কতোটা সম্পৃক্ততা আছে তা আমরা খতিয়ে দেখতে চাই।'

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রতিক সময়ে বিধিবহির্ভূত নিয়োগের মাধ্যমে জামায়াতীকরণ নিশ্চিত করেছে। ক্যাম্পাসে বন্ধ করা হয়েছে সকল সাংস্কৃতিক তৎপরতা। জামায়াত-শিবির ছাড়া রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ তথ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ থেকে যাচাই করা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় মার্কিন অর্থায়ন বিজ্ঞানভিত্তিক ও ইংরেজি শিক্ষা চালুর ব্যাপারে সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলনের সঙ্গে আলাপ করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে টমাস। সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত মেরি এ্যান পিটার্স বলেছিলেন, 'Bangladesh is a Muslim Moderate country. তিনি মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে ওরিয়েন্টেশান প্রোগ্রামও করেছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট। কড়া নজরে রাখা হচ্ছে শিবিরকে।

চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জঙ্গি সন্ত্রাসী তৎপরতার শিবির কার্যক্রমের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ইসলামী সংগঠন আল-কায়েদা এবং হামাসের সঙ্গে সম্পৃক্ততা সন্দেহ করছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা। নজরবন্দি রাখছে শিবিরের উগ্র রাজনৈতিক তৎপরতা। আলাপ করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নুরুদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে।

চ.বি শিবির সভাপতি জাহেদ হোসেন ভূঁইয়া ও সাধারণ সম্পাদক বদরে আলম দিদারকে ডগলাস সরাসরি জিজ্ঞেস করেন, তাদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গি সংগঠন আল কায়েদা এবং হামাসের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কি না। শিবির নেতৃত্ব এ বক্তব্য অস্বীকার করলে তিনি প্রশ্ন করেন, 'তাহলে শিবির কেবল সংঘাত ও সংঘর্ষে লিপ্ত কেন?' এরপর ডগলাস চ.বি. শিবিরের সাথী, সদস্য কর্মী এবং সমর্থকদের তালিকা নোট করেন। এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মার্কিন দূতাবাসের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ফিরোজ আহমদ।

ডগলাস অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ প্রকাশ করলেও চ.বি ক্যাম্পাসে নিরাপত্তাহীনতার কারণে তারা অবস্থান না করায় সেটা সম্ভব হয়নি বলে জানা যায়। ডগলাস চট্টগ্রামের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ইসলামী ঐক্যজোট More Radical, তারা বেশি উগ্র- কালই ক্ষমতা দখল করতে চায়। অন্যদিকে জামায়াতের রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। আন্তর্জাতিক ইসলামী জঙ্গিবাদের সঙ্গে অচিরেই হয়তো প্রকাশ্য তৎপরতা দেখা যেতে পারে জামায়াত-শিবিরের। অ্যালার্মিং পরিস্থিতি সন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে আ.লীগ-বিএনপির বাইরে কোনো শক্তি- যারা শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রক করবে জঙ্গি মৌলবাদ, এমন কেউ ক্ষমতায় আসতে হবে। এ নিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে বেশ বিতর্ক হয় ডগলাসের।

প্রশ্ন উঠেছে, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এ পরিস্থিতিতে বিরাট হুমকির মুখে। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন মত প্রকাশ ও মুক্ত চিন্তার বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে না পারলে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম অনিশ্চিত হয়ে পড়বে বলে জানালেন ডগলাস সি ম্যাকিউগ।